ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 03 2000 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩ .....

37

সহস্রাব্দ বরণ : মধ্যরাতে মাতাল নগরী

ঘড়ির কাঁটা ১২টার কোলে ঢলে পড়তেই যেন পাল্টে যায় পৃথিবী। হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ চমকানো আলোর মত মুহুর্মুহু রঙিন আলোর ঝলকানি আর ধুমধাম শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে ডাস, রাজুভাস্কর্য, টিএসসি, গুলশান, বনানীসহ সমগ্র নগরী। বাহারি রঙের আতশবাজির আলো আর পটকার কান ঝাঁঝানো শব্দের তাণ্ডব শুরু হয়। শেষ হয়ে যায় একটি বছর, একটি শতাব্দী, একটি সহস্রাব্দের। মিনিট পরেই হাজার হাজার উৎফুল্ল সহস্রাব্দ বরণী প্রেমিক আতশবাজি, পটকা, ফানুস, হৈ-হুল্লোড়, নৃত্য আর গানের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয় নতুন বছর, শতাব্দী আর সহস্রাব্দ। পুরাতন শতাব্দীকে বিদায় জানিয়ে নতুন শতাব্দীকে বরণ করার জন্য প্রায় ৫০-৬০ হাজার তরুণের ভিড় জমে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। প্রতিবারের মত নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য এবারও ক্যাম্পাস এলাকাতে সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমতে থাকে তরুণদের। তবে এবারের আনন্দের ধরন ছিল ভিন্ন। আর পরিমাণও অনেক বেশী। এবারের আনন্দে যোগ হয়েছে আরও দুটো মাত্রা নতুন শতাব্দী আর নতুন সহস্রাব্দের আনন্দ। এই ত্রিমুখী আনন্দে সবাই মেতে উঠে আতশবাজি পটকার মহড়ায়। আকাশ পানে ছুঁড়ে দিতে থাকে বিভিন্ন রঙের, আকারের আর বৈচিত্র্যের পটকা ও আতশবাজি। সমগ্র ক্যাম্পাসের আকাশ ছিল আলো আর ধোঁয়ায় একাকার। রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে, টিএসসি'র প্রধান ফটকের সামনে চলছে গানের আসর, কোথাও আবার দল বেঁধে, জামা খুলে খ্যামটা নৃত্যে মেতে ওঠে। দল বেঁধে বেঁধে বেপরোয়া স্লোগান আর গানের বিভিন্ন ভাষায় বিকৃতি করে গাওয়া গান। এমনটাই তো হওয়ার কথা। কেননা তরুণরা তো তাদের উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্যে মেতে উঠেছে। কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। একে অপরের গায়ের উপর নৃত্যের তালে তালে উঠে পড়ছে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হলেও তা ১২টা ১ মিনিট থেকে রাত ২টা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। সমগ্র

ক্যাম্পাস আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়। অনেকে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার মাঝেই গোল হয়ে বসে গান-বাজনা, ঢোল, হাতে তালি আর শরীর দোলানো নৃত্যে ব্যস্ত। কেউই যেন সামান্যতম মুহূর্তও আনন্দ-ফুর্তি ছাড়া ব্যয় করতে রাজি নয়। কারণ তারুণ্য থাকা অবস্থায় আর কোন নতুন সহস্রাব্দ বরণের সৌভাগ্য হয়ত হবে না।

মানুষের ভিড় ঠেলে ছুটে চলছে মোটর সাইকেলের বড় বড় বহর, প্রাইভেট কারের সামনে-পেছনে উঠে নাচছে কেউ। অর্থাৎ আনন্দের যত প্রকার আইটেম আছে সবই হয়েছে।

হলের কোন তরুণী এই আনন্দে সরাসরি রাস্তায় অংশ নিতে পারেনি। একে তো হলগুলোর গেট ৯টায় বন্ধ হয়ে যায়। আর তারপরও বড় কথা নিরাপত্তাহীনতা। তবুও রোকেয়, সামসুন্নাহার হলের বারান্দায় কয়েকশ' তরুণীকে নৃত্য করতে দেখা যায়। ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও পিছিয়ে থাকেনি এই আনন্দ থেকে। তাদেরকেও হলের বারান্দায় উড়না উড়িয়ে নৃত্য আর গান করতে দেখা যায়। রাত ৪টা পর্যন্ত চারুকলা ইনস্টিটিউট, রাজু ভাস্কর্য, টিএসসি ও বিভিন্ন খোলা অঙ্গনে বিচ্ছিন্নভাবে গানের আসর চলতে থাকে। অনেক তরুণই ক্যাম্পাসে সেহ্‌রী খেয়ে নেয়। ধীরে ধীরে আবেগ কেটে যায় প্রেমিকদের, সাথে নিয়ে যায় নতুন শতাব্দীর আনন্দ।

গুলশান, বনানীতে রাস্তাঘাট গভীর রাতে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছলতায় ভেসে গিয়েছিল। ফটকা, আতজবাজীর আওয়াজে নগরীর রাতে নিস্তব্ধতাও কেটে যায়। ❑ হাসান বিপ্লব